সরকারী সেমিনার

মোস্তফা আনোয়ার

দায়িত্বপালনে বিসিসির ব্যর্থতায় বিশেষজ্ঞমহল ও তারুণ্যের ক্ষোভ

ডাটা এন্ট্রি ও কমপিউটার সার্ভিস শিল্পের সম্ভাবনা নিয়ে আয়োজিত ২৩শে এপ্রিলের সরকারী সেমিনার শেষ হয় তীব্র বাদানুবাদ ও ক্ষোভের অভিব্যক্তির মধ্যে। ন্যস্ত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার জন্য বিশেষজ্ঞগণ বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিলকে দায়ী করেছেন। এ শিল্পে লাখ লাখ কর্মসংস্থান ও অপরিমেয় রপ্তানী আয়ের সম্ভাবনাকে কমপিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক 'বুদ্ধিজীবিদের সস্তা বিবৃতি" বলে কটাক্ষ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু বুয়েটের ডঃ মাহবুবসহ বিশেষজ্ঞগণ দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেছেন, লাখ লাখ কর্মসংস্থান ও হাজার হাজার কোটি টাকার সম্ভাবনা খুবই বাস্তব।

সম্ভাবনা নিয়ে বিতর্কে প্রবৃত্ত না হয়ে বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালনের জন্য বিশেষজ্ঞগণ কাউন্সিলকে পরামর্শ দেন। এ সেমিনারে দায়িত্বপালনে ব্যর্থ সরকারী কর্তা "বাঙ্গালীজাতি ব্যবসা জানেনা। তারা শরৎচন্দ্রের পার্বতীর প্রেমিক দেবদাসের মত নেশায় বুঁদ হয়ে থাকাকে আদর্শ মনে করে, বাঙ্গালীরা— বিভক্ত বিদীর্ণ সমাজ" বলে মন্তব্য করলে নতুনপ্রজন্মের মধ্যে সৃষ্টি হয় উত্তাপ। উত্তপ্ত অভিযোগ ও সমালোচনা দেখা দেয় সেমিনারে। সে বিক্ষোভ কমপিউটারপ্রেমি তারুণ্যের মধ্যে তীব্র। কমপিউটার জগৎ একজন তরুন প্রতিবেদকের ভাষায় এখানে উত্থাপন করছে সেমিনারের বৃত্তান্ত ঃ

অনেক বিলম্বে হলেও রপ্তানী শিল্প হিসেবে বাংলাদেশে সফটওয়্যার ও ডাটা এন্ট্রি শিল্প স্থাপনের সুপারিশ উত্থাপন এবং এক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে বিসিসির চরম ব্যর্থতার সমালোচনার মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হলো বিসিসি আয়োজিত সেমিনার। গত ২৩ এপ্রিল বিসিআইসি মিলনায়তনে "বাংলাদেশে সফটওয়্যার উন্নয়ন/ডাটাএন্ট্রি শিল্পের সম্ভাবনা এবং বিসিসির ভূমিকা" শীর্ষক এই সেমিনারের উদ্বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমিরউদ্দিন সরকার। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের সচিব লেঃ কর্ণেল (অবঃ) হেসামউদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। কারিগরী অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কমপিউটার সেন্টারের পরিচালক ডঃ মুজিবর রহমান। মূল ভাষণ দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত পদার্থবিদ্যা ও ইলেক্ট্রনিক্স বিভাগের ডঃ আর. আই শরীফ।

> **ডঃ সৈয়দ মাহবুবুর রহমান যথার্থই সর্তক করে দিয়েছেনে যে, সমস্যাটি সম্ভাবনা চিহ্নিত করণে নয় বাস্তবায়নে। তিনি সফটওয়্যার ও ডাটা এন্ট্রির সম্ভাবনা সম্পর্কে প্রচুর তথ্য ও উপাত্ত তুলে ধরেন এবং বলেন যে, সম্ভাবনার কথা পত্র পত্রিকায়, জজন জজন সেমিনারে, বিভিন্ন ফোরামে, সমীক্ষায় গবেষনায় চিহ্নিত হয়েছে বহু আগেই। আসলে বাস্তবায়ন কেন হচ্ছে না, কারা এর জন্যে দায়ী, লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত বেকার রেখে দেশকে বিদেশী সাহায্য নির্ভর ভিক্ষাবৃত্তির অর্থনীতি মেনে চলতে হচ্ছে কাদের চক্রান্তে সেটিই চিহ্নিত হওয়া দরকার। তিনি বলেন গার্মেন্টসে টেইলারিং সার্ভিস দিয়ে বাংলাদেশ ৯০০ কোটি টাকা উপার্জন করছে। একই ভাবে ডাটা এন্ট্রি শিল্পে ২০, ০০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব।**

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে সমসাময়িক বিশ্বে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক বিস্তৃতিতে উন্নয়ন ও অগ্রগতির বাহন হিসেবে, বাংলাদেশের হাজার হাজার শিক্ষিত বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে, জনসম্পদের সুষ্ঠু কার্যকর উন্নয়ন এবং সর্বোপরি দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি মজবুত করার হাতিয়ার হিসেবে ফিলিপাইনস, আয়ারল্যাণ্ড, ভারত ও অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ডাটা এন্ট্রি ও কমপিউটারভিত্তিক নানা সার্ভিস ইণ্ডাষ্ট্রিজ গড়ে তোলার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে বলে উল্লেখ করেন। কারিগরী অধিবেশনে লিখিত কোন প্রবন্ধ, মতামত বা সুপারিশমালা না আসায় আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে মুক্তভাবেই। মূল ভাষণে ডঃ শরীফ দেশে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার এবং সরকারী পর্যায়ে কমপিউটারায়নের উপর জোর দেন। আলোচনায় অংশ নেন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কমপিউটার সায়েন্স এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চেয়ারম্যান ডঃ সৈয়দ মাহবুবুর রহমান, ডাটা এন্ট্রি ও সফটওয়্যার রপ্তানী ব্যবসায়ে সরাসরি জড়িতদের মধ্যে মেসবাহউদ্দিন আহমেদ ও আঃ মান্নান, কমপিউটার জগৎ-এর প্রতিনিধি হিসেবে এই লেখার প্রতিবেদকসহ আরো অনেকে। বক্তারা আলোচ্য বিষয়ের বিভিন্ন দিক নিয়ে খোলাখুলি অভিজ্ঞতা বর্ণনা, মত বিনিময় ও সুপারিশমালা উপস্থাপন করেন। বিসিসির পক্ষ থেকে নির্বাহী পরিচালক কর্ণেল (অবঃ) এম আজিজুর রহমান বিসিসির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, কর্মপরিসর, তৎপরতা ও সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীর নানাদিকের ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

সেমিনারের আলোচনা থেকে উদ্ভূত পরামর্শসমূহ সঠিক দিক নির্দেশনা দিতে পারলে জনগণের সরকার হিসেবে জনস্বার্থে সুপারিশকৃত যেকোন পরামর্শ কাজে পরিণত করার দৃঢ় আশ্বাস প্রদান করেন শিক্ষামন্ত্রী। একইভাবে শিক্ষামন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের সচিব তাঁর বক্তব্যে সফটওয়্যার ও ডাটা এন্ট্রি শিল্প স্থাপনার প্রতিবন্ধকতা, সীমাবদ্ধতা ও সমস্যাসমূহ চিহ্নিত হলে তা সমাধানের পন্থাও বেরিয়ে আসবে এমন মত প্রকাশ করে বলেন যে, এসব সমস্যা সমাধানের জন্য বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষ থেকে সব ধরনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হবে। এ ব্যাপারে বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা ও পদক্ষেপ গ্রহনের জন্য সরকার ইতিমধ্যেই কয়েকটি কর্মসূচী সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করছে বলে তিনি জানান। এসব আশ্বাস, অঙ্গীকার ও সহযোগিতার মনোভঙ্গী প্রকাশ সত্ত্বেও পুরো সেমিনারে বক্তাদের আলোচনার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অর্থবহ সুপারিশসমূহের সারবত্তা সেমিনারের শেষে উপস্থিত উৎসাহী আলোচক ও সুধী জনগণের সামনে সুস্পষ্ট রূপে উপস্থিত করা হয়নি। সেসব কিভাবে গ্রহণ করা হয়েছে কিংবা আদৌ সরকারের সংশ্লিষ্ট মহলে পেশ করার জন্য গ্রহণ করা হয়েছে কিনা তা বোধগম্য হলো না। এ ব্যাপারে জনগণ তিমিরেই রয়ে গেল।

ডাটা এন্ট্রি, প্রকাশনার কাজ এবং অন্যান্য কমপিউটার সার্ভিস রপ্তানী করে এ মুহূর্তেই চার লাখ শিক্ষিত বেকারদের অর্থবহ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে বাৎসরিক কমপক্ষে ২০ হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পথ খুলে বাংলাদেশকে ভিক্ষাবৃত্তির কবল থেকে মুক্ত করার মূল দায়িত্বে নিয়োজিত জনগণের করের অর্থে লালিত প্রতিষ্ঠান বিসিসির এই হেলাভরে আয়োজিত সেমিনারটি অংশতঃ একটি আনুষ্ঠানিকতায় পর্যবসিত হয়েছে বলেই মনে হয়। মনে হওয়ার কারণ বহুবিধ। শঙ্কা যায় না যখন দেখি, মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী নিজে থেকে যে সেমিনারের উদ্বোধন করার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন, কিংবা এ সেমিনারের দুই দিন আগেই তাঁর অর্থানুকূল্যেই উইণ্টার বাংলাদেশের উদ্যোগে মহিলাদের প্রশিক্ষিত করে তোলবার প্রাথমিক পদক্ষেপ রূপে ডাটা এন্ট্রি বিষয়ক একটি কোর্সের সার্টিফিকেটও বিতরণ করলেন, সেই তাঁকেই যথাসম্ভব এড়িয়ে আয়োজন করা হলো এ সেমিনার। অথচ এর খরচ ধরা হয়েছে আশ্চর্যজনকভাবে ৬৫ হাজার টাকা।

আহত হতে হয় যখন দেখি বিগত সময় ধরে যেসব কমপিউটার আগ্রহী বিশ্ববিদ্যালয়ের

সম্মানিত অধ্যাপক, বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ, বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী, প্রতিষ্ঠান কিংবা সংশ্লিষ্ট দেশীয় বা আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের বিশেষতঃ ইউএনডিপি, ইউনিডো, টিএওটি, শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের কর্মসংস্থান ব্যুরো, জাতীয় রাজস্ববোর্ড বা ইপিবির সাথে ব্যাপক যোগাযোগ ও সুষ্ঠু সং আন্তরিক সমন্বয় সাধন করা হয়না। কিংবা বিশেষজ্ঞ মহল থেকে যাদের অংশ গ্রহণ অনিবার্যভাবেই প্রয়োজন– একটু তৎপর হয়ে লিখিত কোন বক্তব্য, মতামত বা সুপারিশ সংগ্রহ করা হয় না। সর্বোপরি অনুষ্ঠানটির শেষে সুপারিশ গ্রহণের ধরন-ধারনের মধ্যেও বিসিসির অতীতের মতোই চরম ইচ্ছাকৃত ত্রুটি, ঔদাসীন্য পুরো সেমিনারটিকে চমৎকার অর্থবহতা না দিয়ে বরং একটি মুখরক্ষার দায়সারা গোছের কর্মের ফসলে রূপান্তরিত করেছে। অবশ্য **কমপিউটার জগৎ** এই সেমিনারের পরে একটি সুপারিশমালা বিসিসিসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রাণালয় ও সংস্থায় পাঠিয়েছে।

লাভের মধ্যে লাভ হয়েছে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের সচিব তথা সংশ্লিষ্ট সরকারী মহল থেকে এই প্রথমবারের মতো জনগণ সরকারী দৃষ্টিভঙ্গী আনুষ্ঠানিকভাবে জানতে পারলো। সন্দেহ নেই সরকারের পক্ষ থেকে পাওয়া আশ্বাস ও সহযোগিতার মনোভঙ্গী সফটওয়্যার / ডাটা এন্ট্রি, প্রকাশনা তথা কমপিউটার সার্ভিস শিল্প স্থাপনে জনমনে আস্থা ফিরিয়ে আনবে প্রচণ্ডভাবে।

আমরা আনন্দিত। এই দৃষ্টিকোন থেকে কমপিউটার জগৎ অভিনন্দন জানাচ্ছে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের সচিব ও বিসিসিকে।

আনন্দ প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হওয়া যায় না। আগেই যেমনটা বলেছি, অতীতের মতোই কারণগুলো এখনো যেহেতু বিদ্যমান। যেমন দ্রুত বিকাশমান তথ্য প্রযুক্তির দ্রুতিং ধাবমান বিশ্বের পাশাপাশি শম্ভুক গতিসম্পন্ন বিসিসি ও অন্যান্য সরকারী সংস্থার কর্মতৎপরতা, সাম্প্রতিকতম সেমিনার আয়োজনের রকম সকম এবং সম্ভবতঃ সবচেয়ে গুরুতর ব্যাপার, প্রবল ক্ষমতাবান বিগত সরকারের আজ্ঞাবহ উচ্চপদস্থ কতক আমলার গুঢ় রহস্যময় পর্দার আড়ালের 'কর্মকুশলতা'। এই সেমিনারটি জাতি প্রত্যাশা করেছিলো বছর ৪/৫ আগেই। যখন বিসিসি (তখন এনসিবি)–র মেজর (অবঃ) রুহুল আমীনের নেতৃত্বে ইপিবি "ডাটা এন্ট্রি এক্সপোর্ট সাব কমিটি গঠন করে। কিন্তু বিসিসি–র অন্যান্য কর্মতৎপরতার মত এটিও কোন অদৃশ্য শক্তির কারণে "কোল্ড ষ্টোরেজে" চলে যায়।

দেশের কমপিউটারায়নে সরকারী নীতিকৌশল, কিংবা ৮০র দশকের সুবর্ণ সময়ে প্রস্ফুটিত ডাটা এন্ট্রি ও সফটওয়্যারের বিপুল বিশ্ববাজারের খবরটা দেশের মানুষকে, সরকারকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জানিয়ে দ্রুতিং বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণের দায় দায়িত্ব ছিল বিসিসিরই প্রথম (বিসিসির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ বিসিসি এ্যাক্ট ১৯৯০, সেকশন ৬)।

ঠিক ঐ একই সময়ে কয়েকশত মিটার দূরে বিসিআইসি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল বিসিসির এই সেমিনারটি। এ ব্যাপারে বিসিসিরি সমন্বয় সাধনে ব্যর্থতা' নিস্পৃহতা ছিল ক্ষমাহীন। সেমিনারে সুপারিশ এসেছে-- জরুরী ভিত্তিতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সংস্থা, দফতর সংশ্লিষ্ট সকল মহলের মাঝে সুষ্ঠু সমন্বয় সাধানের জন্যে উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি গঠন করা হোক।

দুর্ভাগ্য, জাতি বঞ্চিত হয়েছে তার প্রাপ্য থেকে। মাসিক কমপিউটার জগৎ জাতীয় দায়িত্ব হিসেবে জনগণের হাতে কমপিউটার চাই– এই শ্লোগানের চেতনায় গর্ত অক্টোবরে বিপুল তথ্য সমৃদ্ধ প্রবন্ধ প্রকাশ করে এবং দেশের জনগণ, সরকার ও গণমাধ্যমসমূহের দৃষ্টি আকর্ষনের নিমিত্তে দেশের খ্যাতিমান বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও বিশেষজ্ঞদের নিয়ে ২১ অক্টোবরের সাংবাদিক সম্মেলনের দীর্ঘ ছয় মাস পর বিসিসি এই সেমিনার করলো। ইতিমধ্যে সকল মহলকে সচেতন করে তোলবার **কমপিউটার জগৎ**-এর ধারাবাহিক নিবন্ধ প্রকাশ ও কর্মতৎপরতার যুগপৎ প্রয়াসের ফল হিসেবে এবং ইউএনডিপির টকটেন কনসালটেন্ট নুসরাত রেটিনার সমীক্ষার রিপোর্টের ও সাংবাদিক সম্মেলনের ফলাফলে জনমনে, মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীর মনে, ইউএনডিপি, ইউনিডো, ইপিবিসহ আগ্রহী ব্যক্তিবর্গের কাছে ডাটা এন্ট্রি ও সফটওয়্যার শিল্পের বিপুল সম্ভাবনা সূচিত হয়ে থাকলেও সরকারী সংস্থা সমূহের জেগে ঘুমানোর বিধ্বংসী সাধনার কারণে কর্মসূচীর রূপরেখা প্রনয়ন ও বাস্তবায়নের দীর্ঘসূত্রিতায় দেশ ও জাতি আজ এত দেরীতে এই সেমিনারটি পেলো, তাও আবার "সম্ভাবনা ও ভূমিকা" অনুসন্ধানের নামে। সম্ভাবনা অনুসন্ধানের নামে কালক্ষেপন ও কোটি কোটি ডলার দেশকে বঞ্চিত করনের এই বিলম্বিত লয়ের কর্মতৎপরতার মূলে যে রহস্যের জটাজাল রয়েছে তারই ইঙ্গিত এসেছে সেমিনারে বক্তাদের মুখে। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ সৈয়দ মাহবুবুর রহমান যথার্থই সতর্ক করে দিয়েছেন যে, সমস্যাটি সম্ভাবনা চিহ্নিত করণে নয় বাস্তবায়নে। তিনি সফটওয়্যার ও ডাটা এন্ট্রির সম্ভাবনা সম্পর্কে প্রচুর তথ্য ও উপাত্ত তুলে ধরেন এবং বলেন যে, সম্ভাবনার কথা পত্র পত্রিকায়, ডজন ডজন সেমিনারে, বিভিন্ন ফোরামে, সমীক্ষায় গবেষনায় চিহ্নিত হয়েছে বহু আগেই। আসলে বাস্তবায়ন কেন হচ্ছে না, কারা এর জন্যে দায়ী, লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত বেকার রেখে দেশকে বিদেশী সাহায্য নির্ভর ভিক্ষাবৃত্তির অর্থনীতি মেনে চলতে হচ্ছে কাদের চক্রান্তে সেটিই চিহ্নিত হওয়া দরকার। তিনি বলেন গার্মেন্টসে টেইলারিং সার্ভিস দিয়ে বাংলাদেশ ৯০০ কোটি টাকা উপার্জন করছে। একই ভাবে ডাটা এন্ট্রি শিল্পে ২০,০০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব। "বাঙালীরা ব্যবসা জানে না, টাকা চেনে না, বাণিজ্য জ্ঞানহীন অদক্ষ, পশ্চাদপদ সাংস্কৃতিক চেতনার ধারক ও বাহক, এদেশে যোগ্য নির্ভরশীল এন্টারপ্রেনারের অভাব আছে" বলে বিসিসির নির্বাহী পরিচালক কর্ণেল (অবঃ) এম আজিজুর রহমানের যে ভাষ্য তার স্পষ্ট প্রতিবাদ হয়ে আসে ডঃ মাহবুব-এর বক্তব্য। প্রায় সব বক্তাই বাস্তবায়ন প্রসঙ্গটিতেই বরং জোর দিয়েছেন অধিকতর। তারা সফটওয়্যার /ডাটাএন্ট্রি তথা কমপিউটার সার্ভিস শিল্প স্থাপনের দ্রুতিং বাস্তবায়নের সুপারিশ করেন।

আলোচকদের কথায় আরও একটি ব্যাপার স্পষ্ট হয়েছে তা হলো সুষ্ঠু সমন্বয়ের অভাব। সংশ্লিষ্ট সকল মহল, দফতর, দেশী বিদেশী সংস্থা ও মিশনের সাথে উচ্চপর্যায়ের সুষ্ঠু সমন্বয় সাধনে বিসিসি ব্যর্থ হয়েছে। বলা দরকার, ইউএনডিপির অর্থানুকূল্যে আইটিসি ইপিবি ও ইউনিডো দেশে কমপিউটার হার্ডওয়্যার সংযোজন, ইলেকট্রনিক্স, ডাটা এন্ট্রি, সফটওয়্যার ও কমপিটার সার্ভিস রপ্তানী শিল্প স্থাপনের জন্য যৌথভাবে আরো গবেষণা সমীক্ষা চালাতে একমত হয়েছে স্থানীয় একটি হোটেলে ও ইপিবির কার্যালয়ে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের পরপর দুটি সেমিনার ও বৈঠকের মাধ্যমে। দ্বিতীয় বৈঠকটি যখন চলছিল ঠিক ঐ একই সময়ে কয়েকশত মিটার দূরে বিসিআইসি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল বিসিসির এই সেমিনারটি। এ ব্যাপারে বিসিসিরি সমন্বয় সাধনে ব্যর্থতা' নিস্পৃহতা ছিল ক্ষমাহীন। সেমিনারে সুপারিশ এসেছে--- জরুরী ভিত্তিতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সংস্থা, দফতর সংশ্লিষ্ট সকল মহলের মাঝে সুষ্ঠু সমন্বয় সাধানের জন্যে উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি গঠন করা হোক।

সেমিনারে কর্ণেল (অবঃ) এম আজিজুর রহমান বিসিসি কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের বর্ণনা করেন। তিনি জানান যে, ডাটা এন্ট্রি ও সফটওয়্যার শিল্পের সম্ভাবনা যাচাই ও তদারকির জন্য বাংলাদেশ সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট ব্যুরো ও প্রজেক্ট ফর কনডাকটিং এ স্ট্যাডি নামের দুটি প্রকল্প প্রতিষ্ঠার ধারনা সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে। বিসিসি কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নয় বরং প্রযুক্তি লালনকারী বলে তিনি জানান যে, ইতিমধ্যেই দেশে কমপিউটারায়নের ও তথ্য প্রযুক্তি বিকাশের লক্ষে বিভিন্ন ট্রেনিং সুবিধা ও পরামর্শ প্রদান ছাড়াও

ভারতে বিশেষ করে কলকাতায় ডাটা এন্ট্রি শিল্প স্থাপনায় সরকার অবকাঠামো গড়ে তোলার অগ্রণী ভূমিকা রাখে। সেখানকার সমকালীন সমস্যা, প্রতিবন্ধকতা, বাংলোদেশের অনুরূপ। অথচ ঐ সমস্যাগুলো সরকারী প্রচেষ্টায় দূরীভূত হয়েছে এবং বর্তমানে ভারতের অন্যতম বৃহৎ অর্থ উপার্জনকারী ডাটা এন্ট্রি প্রকাশনা সার্ভিস শিল্পের ঘাঁটি রূপে পরিণত হচ্ছে কলকাতা। বাংলোদেশের ব্যবসায়ী ও সরকার ওখানকার অবস্থা ও সমস্যা উত্তরণের পন্থাগুলো খতিয়ে দেখতে ও অনুসরণ করতে পারেন।

অন্যান্য দেশী ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে এ ব্যাপারে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়েছে।

তবে তিনি সুষ্ঠু সমন্বয় সাধনে ব্যর্থতার অভিযোগ স্বীকার করেন। সফটওয়্যার ও কমপিউটারের অন্যান্য সার্ভিস শিল্পের মধ্যে ডাটা এন্ট্রি ও প্রকাশনার (ডিটিপি) কাজের পরিমাণ বিদেশে বেশী, অধিকতর সহজ, লাভজনক এবং এ মুহূর্তেই বাংলাদেশে ও মেধা আছে। তবে দক্ষ, কার্যকর, বিশ্বস্ত, প্রশিক্ষিত মেধার আরও দরকার আছে বলে তিনি মনে করেন। কমপিউটার বিষয়ে জনমনে ও সর্বস্তরে যে সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে তার মূলে যে কমপিউটার জগৎ-এর ভূমিকা রয়েছে তার কথাও তিনি স্বীকার করেন। কমপিউটার সার্ভিস শিল্পের ক্রমবর্ধমান বিশ্ববাজারের প্রতিযোগিতায় সাফল্যের সাথে অবতীর্ণ হতে হলে বাংলাদেশকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এগুতে হবে বলে সেমিনারের অনেক আলোচক একমত হন। মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ, এ মান্নান প্রমুখ পুঁজি বিনিয়োগ, বিদেশীদের দৃষ্টি আকর্ষন, আন্তর্জাতিক বাজার অনুসন্ধান ও ব্যবসায়ে বিশ্বস্ততা অর্জনের জন্য ব্যবসায়ী, শিল্পপতিদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে বলে মনে করেন। অর্থ মন্ত্রণালয়, বিসিসি, বিদেশে বাংলাদেশী মিশন সমূহ ও ইপিবি এ ব্যাপারে ভূমিকা রাখতে পারে। মাইডাসের জাভেদ আহমেদ খান তার প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের আশ্বাস দেন। কমপিউটার জগৎ-এর প্রতিনিধি প্রতিবেশী দেশ ভারতের একটি পত্রিকা DATA QUEST-এর ফেব্রুয়ারীতে প্রকাশিত রিপোর্টের উল্লেখ করে বলেন যে, ভারতে বিশেষ করে কলকাতায় ডাটা এন্ট্রি শিল্প স্থাপনায় সরকার অবকাঠামো গড়ে তোলার অগ্রণী ভূমিকা রাখে। সেখানকার সমকালীন সমস্যা, প্রতিবন্ধকতা, বাংলাদেশের অনুরূপ। অথচ ঐ সমস্যাগুলো সরকারী প্রচেষ্টায় দূরীভূত হয়েছে এবং বর্তমানে ভারতের অন্যতম বৃহৎ অর্থ উপার্জনকারী ডাটা এন্ট্রি প্রকাশনা সার্ভিস শিল্পের ঘাঁটি রূপে পরিণত হচ্ছে কলকাতা। বাংলাদেশের ব্যবসায়ী ও সরকার ওখানকার অবস্থা ও সমস্যা উত্তরণের পন্থাগুলো খতিয়ে দেখতে ও অনুসরণ করতে পারেন। মনে রাখা দরকার ব্যবসায়ীরাই মূল ভূমিকা রক্ষক। সরকার কেবলমাত্র অনুঘটক। সফটওয়্যার পাইরেসী রোধের জন্যে দেশে কপিরাইট আইনের বলবৎ আশু করণীয় বলে বক্তারা মত দেন। অনন্তজ্যোতির কামাল চৌধুরী এ শিল্পের প্রসারের সুবিধার্থে কমপিউটার, পেরিফেরালস ও ডাটা এন্ট্রির উপার্জনের ওপর থেকে কর হ্রাসের সুপারিশ করেন। প্রায় সকল বক্তাই টেলিযোগাযোগ উন্নয়ন, কমপিউটার পল্লী স্থাপন, কর ব্যবস্থা ও ডকুমেন্ট ছাড়ানোর পদ্ধতির পরিবর্তন ইত্যাদির উপর জোর দেন।

একবিংশ শতাব্দীর প্রবেশ পথে দাঁড়িয়ে একটি সুবর্ণ ভবিষ্যত নতুন প্রজন্মের হাতে তুলে দেবার লক্ষ্যে, দেশের আপামর মানুষকে অর্থনৈতিক মুক্তির স্বাদ দেবার জন্যে, দারিদ্র বিমোচনের মোক্ষম হাতিয়ার হিসেবে দ্রুত অগ্রসরমান তথ্য প্রযুক্তির সুফল আমাদের কব্জা করতেই হবে। পরিবর্তনশীল বিশ্বের অর্থনৈতিক নয়া মেরুকরণের মূল শক্তি রূপে আভির্ভূত শক্তিধর যন্ত্র কমপিউটারকে হাতের কাছে পেয়েও ডঃ মুজিবর রহমানের ধন্যবাদ জ্ঞাপক বক্তব্যের মত যদি পথ পার্শ্বে দাঁড়িয়ে থাকা ভাবলেশহীন নির্বাক দর্শক হয়ে হতাশায় আকাশের দিকে হা করে চেয়ে থাকতে হয়, যদি খেলার নিয়ম কানুন জানা থাকা সত্ত্বেও মাঠে খেলতে নামার আত্মবিশ্বাস জন্মাতে না পারি, তাহলে ভবিষ্যত প্রজন্মের সামনে চলে আসবে এক শূন্য গর্ভ আগামী। আর ক্ষমা পাওয়া যাবে না, লক্ষ কোটি শিক্ষিত তরুণ যুবকের সমৃদ্ধ ভবিষ্যত হত্যার দায়দায়িত্ব নিয়ে দাঁড়াতে হবে সরকারী সংস্থাগুলোকে নতুন আদালতের কাঠগড়ার। সৃষ্টি হবে বঞ্চিত মানুষের সাহসী উচ্চারণ আর ধিক্কারের দুর্নিবার গণআদালত। আর সেই গণ আদালতে যদি ব্যর্থ সরকারী সংস্থাকে দাঁড় করায় ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তা হলে কি খুব অন্যায় হবে? ❋

ইউএনডিপি-ইপিবি'র সেমিনার

ইউএনডিপি, ইননিডোর তহবিলে বাংলাদেশে ইলেকট্রনিক্স, সফটওয়্যার উন্নয়ন ও রপ্তানীর জন্যে শিল্প প্রতিষ্ঠার আরো সম্ভাবনা অনুসন্ধান, সমীক্ষা ও গবেষণা চালানোর সিদ্ধান্তসহ ইউএনডিপির আইটিসির প্রজেক্ট ও ইপিবির যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো পরপর দুটি বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের সেমিনার। গত ২১ শে এপ্রিল হোটেল শেরাটনে ও ২৩ এপ্রিল ইপিবিতে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকগুলো বাংলাদেশের রপ্তানী বাণিজ্যে তৈরী পোষাক রপ্তানীর মত কেবল মাত্র একটি শিল্পের ওপর থেকে নির্ভরতা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে বাংলাদেশে অবিলম্বে বিশ্ববাজারের বিপুল চাহিদার সাথে সংগতি রেখে নিত্য ব্যবহার্য ইলেকট্রনিক্স সামগ্রীর সাথে সাথে কমপিউটার হার্ডওয়্যার সংযোজন, সফটওয়্যার উন্নয়ন, ডাটা এন্ট্রির ও ডিটিপির মতো রপ্তানীমুখী কমপিউটার সার্ভিস শিল্প স্থাপনের অপরিহার্যতার কথা উল্লেখ করা হয়।

"বাংলাদেশে থেকে ইলেকট্রনিক্স ও সফটওয়্যার রপ্তানী — অগ্রগতি, সম্ভাবনা ও সমস্যা শীর্ষক" প্রথম সেমিনারটি প্রধান অতিথি ছিলেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব নাজিম আহমেদ চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন ইউএনডিপির ডেপুটি আবাসিক প্রতিনিধি উইনস্টন টেম্পল, ইউনিডোর মিঃ নরসীমা, আইটিসির প্রকল্প সমন্বয়কারী এন কে ভরদ্বাজ, মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আইটিসির ন্যাশনাল কনসালটেন্ট-ইলেকট্রনিক্স খালেদ সালাহউদ্দিন আহমেদ। আলোচনায় অংশ নেন ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডঃ সিদ্দিক-ই-রব্বানী, আণবিক শক্তি কেন্দ্রের পরিচালক ডঃ এ, মান্নান, টিএণ্ডটির সাদেক আলী মিয়া, বিসিসির কর্ণেল (অবঃ) এম আজিজুর রহমান, মাইক্রো ইলেক্ট্রনিক্স— এর মফিউদ্দৌলা, ব্রাকের রিয়াজ খান, কমপিউটার পরিবেশক প্রতিষ্ঠান থেকে মঈন খাঁন, মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ, ইফতেখার কাজল, সাফফাত হায়দার, কমপিউটার জগৎ- এর প্রতিনিধি মোস্তফা আনোয়ার স্বপন ও অন্যান্য অনেকে। সুপারিশমালা চূড়ান্তকরণ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরোর ভাইস চেয়ারম্যান ওয়ালিউল ইসলাম।

জনাব খালেদ সালাহ উদ্দিন তার মূল প্রবন্ধে টকটেন কনস্যালট্যান্ট নুসরাত রেটিনার বাংলাদেশে সফটওয়্যার ও ডাটা এন্ট্রি শিল্পের সম্ভাবনার নিশ্চয়তা সংক্রান্ত ফলাফলেরও উল্লেখ করেন। গত তিন দশকে দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, হংকং ও সিঙ্গাপুরের বিশ্ব বাজার দখলের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি জানান যে, ৫০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বর্তমান বিশ্ব বাজারের সিংহভাগ দখল করেছে তাইওয়ান। ১৯৮৮-৯০ মাত্র এই দুই বছরেই তাইওয়ানের ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী ব্যবসায়ে বাজার দখল ১৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। এ কারণেই বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক ভিত্তি বিনির্মানে ইলেকট্রনিক্স সামগ্রীর ও সার্ভিস রপ্তানী এ মুহূর্তে সবচেয়ে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে।

আইটিসির আন্তর্জাতিক কনসালটেন্ট ডঃ টেইলর গত জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারীতে চার সপ্তাহের মিশন শেষে দুটি বিষয়ের ওপর— প্রথমতঃ নিত্য ব্যবহার্য ইলেকট্রনিক্স সামগ্রীসহ কমপিউটার হার্ডওয়্যার উৎপাদন ও সংযোজনে এবং দ্বিতীয়তঃ সফটওয়্যার উন্নয়ন, ডিজাইন, ও ডাটা এন্ট্রিসহ অন্যান্য কমপিউটার সার্ভিস রপ্তানী শিল্পে বাংলাদেশ চমৎকারভাবে বিশ্বের বাজারে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে পারে বলে মত প্রকাশ করে গেছেন বলে জানান। এতে করে দেশের বার্ষিক মাথাপিছু আয় অত্যন্ত দ্রুত বাড়বে। সাথে সাথে মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী সমাজকে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত করে তুলে উন্নয়ন কার্যক্রমে একীভূত করা সহজতর হবে।

সেমিনারে কমপিউটার জগৎ পত্রিকার পক্ষ থেকে সরকার ও ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তাদেরকে ত্বরিৎ বাস্তব সম্মত পদক্ষেপে সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে এগিয়ে আসতে ও জনমনে কমপিউটার সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যাপক কার্যক্রম চালু করতে অনুরোধ জানিয়ে নয় দফা করণীয় পেশ করা হয়। ❋